৯

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15 MAR 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১.....

এসএসসির সব পরীক্ষা স্থগিত হতে পারে ঃ ঘটনা তদন্তে কমিটি

ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা স্থগিত ঃ অংকের প্রশ্নও ফাঁস!

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চলতি এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র একের পর এক ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনায় লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকমহল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে মেধাবী ও গ্রামাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা এ খবরে বেশী চিন্তিত।

এসএসসি'র ইংরেজী প্রথম পত্রের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। ফাঁস হয়ে গেছে দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্রও। গতরাতে খবর এসেছে অংকের প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়েছে। কোন কোন এলাকায় পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার গুজবও ছড়িয়ে পড়েছে। খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেছে, এসএসসির প্রথম পরীক্ষা বাংলা প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্রও বিশেষ বিশেষ স্কুলের পরীক্ষার্থীরা আগে থেকেই পেয়ে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার প্রেক্ষিতে আজ অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষার ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক উভয় অংশের পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের শুধু নৈর্ব্যক্তিক অংশের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল। ইংরেজী প্রথমপত্র পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস-এর ঘটনা তদন্তের জন্য কমিটি গঠিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই ইংরেজী প্রথমপত্রের পরীক্ষা বাতিল কিংবা বহাল রাখা হবে বলে ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। এদিকে অংক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবর সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ঢাকা বোর্ডের কন্ট্রোল রুম থেকে জানানো হয়, তারা এ অভিযোগ পেয়েছেন এবং এর ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকায় অনুসন্ধান দল পাঠানো হয়েছে। খবর পাওয়া গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জহুরুল হল এলাকা, মালিবাগ, মিরপুর, টঙ্গী এলাকায় অংকের প্রশ্নপত্র ফটোকপি করে বিক্রি হচ্ছে। উল্লেখ্য, আগামী ২২ মার্চ অংক পরীক্ষা হওয়ার কথা। ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান, অনুসন্ধানে অংকের প্রশ্নপত্র ফাঁসের সত্যতা পাওয়া গেলে অংক পরীক্ষাও স্থগিত করা হতে পারে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথা বিবেচনা করে ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষের একটি অংশ মনে করেন পুরো এসএসসি পরীক্ষাই আপাতত স্থগিত ঘোষণা করা উচিত। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, তারা

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা স্থগিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে এ পরামর্শ রেখেছে। কিন্তু মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত পুরো পরীক্ষা স্থগিত করার পক্ষে নয়। মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য হচ্ছে পুরো বিষয়টি দ্রুত তদন্ত করে দেখা উচিত। পরিস্থিতি সে রকম হলে তা করা যাবে। প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেংকারি তদন্তের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ঢাকা বোর্ড দু'টি তদন্ত কমিটি আজ গঠন করবে। এর মধ্যে একটি কমিটি আইন-শৃংখলা বিষয়ক।

ইংরেজী প্রথমপত্র প্রশ্নের ফাঁস হওয়ার খবর ঢাকার একটি পত্রিকায় পরীক্ষা শুরুর তিন দিন আগেই প্রকাশিত হয়। এরপর অন্যান্য পত্রিকায়ও ছাপা হয়। কিন্তু যথারীতি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ৫টি শিক্ষাবোর্ডের কোন বোর্ডই এ ব্যাপারে নজর দেয়নি। ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল, কক্সবাজার, ময়মনসিংহসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ২/৩ দিন ধরে ফটোকপি করে প্রশ্নপত্রের অসংখ্য কপি বিক্রি হয়। প্রশ্নপত্রের একেকটি ফটোকপি তিনশ' থেকে চারশ' টাকায় পর্যন্ত বিক্রি হয়। ঢাকার সংবাদপত্র অফিসে ফ্যাক্সযোগে প্রশ্নপত্রের কপিও আসে এবং তা ছাপা হয়। সেই কপির সঙ্গে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার কপির হুবুহু মিল পাওয়া যায়।

এ বছরই প্রথম দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডে অভিন্ন পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে। ঢাকা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও বিতরণের কাজে বোর্ডের কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট থাকেন না। শিক্ষাবিদরা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন। সেই প্রশ্ন বিজি প্রেসে ছাপানো হয়। পরীক্ষার আগে একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ প্রহরায় প্রেস থেকে সীল করে টিনের বাক্সে প্রশ্নপত্র প্রত্যেক জেলায় ডিসির কাছে পাঠানো হয়। পরীক্ষার দিন সীল খোলা হয়। বোর্ড কর্মকর্তা জানান, এসএসসি পরীক্ষার সব বিষয়ের দুই সেট প্রশ্ন বিজি প্রেসে ছাপানো হয়েছে। সেই প্রশ্ন সীলগালা করে বোর্ডে এনে সেখান থেকে বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় প্রত্যেক ডিসির কাছে পাঠানো হয়েছে। জেলাগুলোতে ট্রেজারীতে সেগুলো থাকে। পরীক্ষার দিন ট্রেজারী থেকে প্রশ্নপত্র তোলা হয়। এবার প্রশ্নপত্র কিভাবে ফাঁস হল তা এখন পর্যন্ত তারা বুঝতে পারছেন না। তদন্তের পর বিষয়টি জানা যাবে।

বাংলাদেশ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক সমিতি প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবরে গভীর উদ্বেগ ও দুঃখ প্রকাশ করেছে। সমিতির এক বিবৃতিতে বলা হয়, এ বছরই প্রথম দেশের ৫টি বোর্ডের অভিন্ন প্রশ্নপত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সে কারণে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক মহল গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলেন। সমিতি সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে পরীক্ষা বাতিল ও ঘটনার সঙ্গে জড়িতের শাস্তি দাবী করেন।

এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও গণটোকাটুকির ঘটনায় বিএনপি গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।